ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 191 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৭ ● কলকাতা ● ১০ পৌষ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শুভেন্দুর 'কুৎসার' জবাব দিতে গঙ্গাসাগরে তৃণমূলের মেগা সভার প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গী মাঠ থেকে বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেখানেই জবাব দিতে প্রস্তুত ঘাসফুল শিবির। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যে অপপ্রচারের প্রতিবাদে পাল্টা জনসভার ডাক দিয়েছে তৃণমূল।জেলা পরিষদ সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, শুভেন্দু অধিকারীর মিথ্যে প্রচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। শুক্রবার এই প্রতিবাদ সভায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাগর দ্বীপের রাজনৈতিক উত্তাপ এখন এই

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 154

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

'আমি' শরীরও নয়, কিন্তু এই শরীর আমার। মানে এই শরীর 'আমি'র মাধ্যম। কিন্তু এই শরীর ছাড়া 'আমি'র অস্তিত্ব কোথাও নিশ্চয়ই আছে। কান, চুল, হাত, পা এসব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না যার এগুলো সবকিছু। এইসব থেকে নির্মিত শরীরও দেখা যাচ্ছে।

ক্রমশঃ

পাক গুপ্তচর সংস্থার নির্দেশে জোট বেঁধে ভোট লড়ছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে ও এনসিপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করতে জোট বেঁধে লড়ছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দুই দল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি। মূলত পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের নির্দেশেই জোট বাঁধছে কট্টর ভারত ও হিন্দু বিরোধী দুই দল। এর মধ্যে ২৭০ আসনে লড়বে জামায়াতে ইসলামী ও ৩০ আসনে লড়বে জাতীয় নাগরিক পার্টি।সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজাকার বাহিনীর নেতা তথা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীকে মদত জোগানো গোলাম আযমের পুত্র আবদুল্লাহিল আমান আযমির সঙ্গে বৈঠক করেন আইএসআইয়ের শীর্ষ আধিকারিক তথা ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ওয়াসিফ। বনানী আবাসনের ফ্ল্যাটে ওই বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির চার শীর্ষ নেতাও হাজির ছিলেন। সেখানেই ঠিক হয়, জোট বেঁধে ভোটে লড়বে জামায়াতে ও এনসিপি। প্রথমে এনসিপির তরফে নাহিদ ইসলাম ও নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারি ৫০ আসন দাবি করেছিলেন। জামায়াতের নায়েবে আমির মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রথমে ২৫ আসন দেওয়ার কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত পাক উপরাষ্ট্রদূতের অনুরোধে আরও ৫ আসন ছেড়ে দেওয়া হয়।যদিও জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের এনসিপি নেতারা দল ছাড়তে শুরু করেছেন। এনসিপি নেতৃত্বের এমন সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' আখ্যা দিয়ে শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'জামায়াতের গর্ভে বিলীন হবে এনসিপি।'

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল নিষিদ্ধ হওয়ায় ভোটে লড়তে পারছে না। ফলে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হচ্ছে জামায়াতে এবং তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড নাহিদ ইসলাম-নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারিদের এনসিপিকে।

দীর্ঘ ১৭ বছর বাদে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে এসেছেন। ফলে দলের নেতা-কর্মীরা অনেকটাই উজ্জীবিত। তাছাড়া আওয়ামী লীগ ভোটে না লড়ায় দলটির সমর্থকরাও বিএনপিকে ভোট দেবেন। ফলে খালেদার দলের ক্ষমতায় ফেরা নিশ্চিত। তবে ভারত সম্পর্কে তুলনামূলক নরম বিএনপিকে সহজে ক্ষমতা দখল করতে দিতে রাজি নয় পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তাই পাকিস্তানপ্রেমী ও কট্টর ইসলামপন্থীদের ভোট ভাগাভাগি রুখতে জামায়াতে ও এনসিপিকে একই ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে।

ঠাকুরবাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে এসে আক্রান্ত মতুয়া গোসাই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বনগাঁ: ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া ভক্তদের মারধরের ঘটনায় ধৃত ১। মমতা ঠাকুরের অনুগামী মতুয়া ভক্তরা বুধবার প্রতিবাদ জানাতে এসে শান্তনু ঠাকুর ও তাঁর দলবলের হাতে মার খায়, বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় অনেকজন কয়েকজন মতুয়া আহত হন। ঘটনায় মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।উল্লেখ্য, মতুয়াদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্যের বিরোধিতা করে বুধবার তাঁর বাড়ির সামনে উপস্থিত হন মতুয়ারা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। অভিযোগ সেই সময়, শান্তনুর বাড়ির সামনে থাকা বিজেপির লোকজন ও মতুয়ারা তাঁদের তাড়া করেন। এবং ব্যাপক মারধর করেন। এই ঘটনায় পাঁচ জন মতুয়া ভক্ত জখম হয়েছেন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এই ঘটনায় শান্তনু অনুগামী একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বরুণ বিশ্বাস। তিনি বাগদা থানার পুরাতন হেলেঞ্চা এলাকার বাসিন্দা। আজ, বৃহস্পতিবার ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে

এরপর ৪ পাতায়

বিষ দিয়ে ছাত্রীকে খুন? অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর উন্মত্ত জনতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিষ্ণুপুর : প্রেমের প্রস্তাব বার বার ফিরিয়ে দেওয়ায় বিষ দিয়ে কলেজ ছাত্রীকে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার রঘুদেবপুরে।মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, অনেকদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল বিশাল নস্কর। কিন্তু বার বার প্রেমের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল ওই ছাত্রী। বিষয়টি

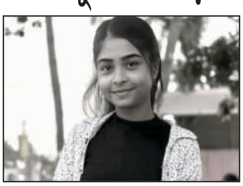

মেনে নিতে পারেনি ওই প্রতিবেশী যুবক। ২৫ নভেম্বর রাস্তাতেই পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দেয়। কোনওমতে বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ছাত্রী। তারপর থেকে হাসপাতালেই ছিল সে। মূল অভিযুক্ত ও তার পরিবার পলাতক বলে জানা যাচ্ছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, এলাকার এক যুবক বিশাল নস্কর দীর্ঘদিন ধরে কলেজ ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছিল। রাস্তাতে বিভিন্নভাবে উত্তপ্ত করা হতো। গত ২৫শে নভেম্বর অভিযুক্ত যুবক কলেজ ছাত্রীকে রাস্তায় আটকে পানীয় জলের সঙ্গে কিডন্যাপ সুখ মিশিয়ে খাইয়ে দেয় বলে অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শুভেন্দুর 'কুৎসার' জবাব দিতে গঙ্গাসাগরে তৃণমূলের মেগা সভার প্রস্তুতি

সভাকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যকে নিশানা করে একের পর এক বাণে বিদ্ধ করেছে। তারই জবাব দিতে প্রস্তুত তৃণমূল। উল্লেখ্য গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে ৫ জানুয়ারি সেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তার আগে ময়দান তৈরি করে রাখতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস।শুক্রবার গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গী এলাকায় বিশাল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে মঞ্চ বাঁধা থেকে শুরু করে প্রস্তুতির কাজ চলছে জোরকদমে।

তৃণমূলের অভিযোগ, সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ও কড়া সমালোচনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মিথ্যে কুৎসা রটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূলের ভাবমূর্তি ধরে রাখতেই শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা জবাব দিতে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই জনসভা উপস্থিত থাকবেন- দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়িকা লাভলী মৈত্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র, যুব নেতা অংশুমান চক্রবর্তী সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রায় ১৫-২০ হাজারের জমায়েত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

(২ পাতার পর)

বিষ দিয়ে ছাত্রীকে খুন? অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর উন্মত্ত জনতার

ওঠে। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী। অসুস্থ অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিগত এক মাস ধরে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওই ছাত্রী। অবশেষে বুধবার তার মৃত্যু হয়। একমাস হাসপাতালে থেকেও শেষরক্ষা হয়নি। ছাত্রীর মৃত্যুর পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ছাত্রীর পরিবারসহ এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। অগ্নিসংযোগ করে। খবর পেয়ে ঘটনার তলে পৌঁছেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ভাঙচুরের ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

ভারত আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কিম্বারলি প্রসেস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

কিম্বারলি প্রসেস-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ভারতকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিম্বারলি প্রসেস হল একটি ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার, আন্তর্জাতিক হীরাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা থাকেন। এই গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য 'কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডস'-এর ব্যবসা প্রতিহত করা। 'কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডস' বলতে সেই হীরাগুলিকে বোঝায় যেগুলি বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী অথবা তাদের সহায়ক সংগঠন বিক্রি করে। বিক্রি করার পর তারা বিভিন্ন দেশের আইনানুগভাবে গঠিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে থাকে। এই 'কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডস'কে রাফ ডায়মন্ড হিসেবেও অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডস'-এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে।

ভারত কিম্বারলি প্রসেস-এর ভাইস-চেয়ার হিসেবে আজ ২৫ ডিসেম্বর থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। আগামী বছর এর ফলে চেয়ারম্যান হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের পথ প্রশস্ত হবে। এই নিয়ে তিনবার ভারত এই দায়িত্ব পালন করবে।

কিম্বারলি প্রসেসের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

আমাকে যদি দায়িত্বে না রাখেন.' ভোটের মুখে মন্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে

বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে যখন উত্তাপ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় একটি মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তৈরি হল তৃণমূলের অন্দরে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের 'থাকা কিংবা না থাকার' বক্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে।উল্লেখ্য, বুধবার থেকেই রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে 'বাংলা সঙ্গীত মেলা'। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত। শহরের মোট ১০টি জায়গায় আয়োজন করা হয়েছে বাংলা সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সঙ্গীতের উৎসবের মঞ্চ থেকেই উঠে আসা ইন্দ্রনীলের এই রাজনৈতিক ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।সঙ্গীত মেলার মঞ্চ থেকেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ইন্দ্রনীলের !

বুধবার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে 'বাংলা সঙ্গীত মেলা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইন্দ্রনীল সেন (Indranil Sen) বলেন, 'চার-পাঁচ মাস পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর যদি আমাকে দায়িত্বে রাখেন, আমি তো করবই। যদি নাও রাখেন, আমি এখন থেকেই অনুরোধ করছি যে এই কার্টেন রেজার অনুষ্ঠান আগামী বছর থেকে যেন অন্য ভাবে হয়। আমি এই দপ্তরে থাকি বা না থাকি, শিল্পী হিসাবে অবশ্যই থাকব।'

মন্ত্রী হিসেবে এমন মন্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ইন্দ্রনীলের এই বক্তব্য অনেককেই ভাবাচ্ছে। তৃণমূলের অন্দরের কোনও ইঙ্গিত কি প্রকাশ্যে চলে এল? নাকি এটি নিছকই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ, এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

ইন্দ্রনীলের রাজনৈতিক যাত্রাপথ

ইন্দ্রনীল সেনের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু তৃণমূল জমানাতেই। বাম আমলে তিনি ছিলেন শুধুই একজন গায়ক, যদিও সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পর ধীরে ধীরে তিনি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুরে তৃণমূলের টিকিট পান তিনি, যদিও সেই নির্বাচনে পরাজিত হন। তবে রাজনীতির ময়দান ছাড়েননি। পরে চন্দনগর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন এবং বর্তমানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। রাজ্যের পালাবদলের পর যাঁকে তৃণমূলের 'কাছের বলাকা' হিসেবেই দেখা হতো, সেই ইন্দ্রনীল কি আবার দলের ভিতরে 'দূরে' চলে যাচ্ছেন? তাঁর বক্তব্য ঘিরে এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

করছেন। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে কল্যাণময়ী দেবীর পাদপদ্মে প্রণতি জানাচ্ছেন তারা।সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সারাদেশের মন্দির ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভক্তরা বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছে। মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ঠাকুরবাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে এসে আক্রান্ত মতুয়া গোসাই

পাঠিয়েছে পুলিশ। মমতা বালা বলেন, "মতুয়াদের মারধর করা হয়েছে। এফআইআর করব না, এটা হয় না। মোট ১৩ জনের নামে এফআইআর করা হয়েছে। শান্তনু ঠাকুরের যে গুন্ডাবাহিনী, বিশেষ করে বিজেপির ক্যাডার ও জেলা সভাপতি জাত তুলে গালাগালি দিয়েছে, ছিনতাই করেছে ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করেছে তাঁদের নামেই এফআইআর করা হয়েছে।" যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্র নাথ গাইন বলেন, "যাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিনি গতকাল ঠাকুরবাড়িতেই ছিলেন না।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংঘাধিপতির নামে কটূক্তি করায় ভক্তরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।" এদিকে গতকাল বুধবারে ঘটনায় আহত নান্টু হালদার নামে 'গোসাই' বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ অলকেশ দাস-সহ প্রতিনিধি দল। নান্টু গোসাই ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই মূর্তিতে তিনি বিদ্যুজ্জ্বালা করালী নামে পরিচিত" (বিনয়তোষ ৪৮-৯)।

একজটার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একনংসা দেবীর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নৈরাজ্যের মাঝে খালেদাপুত্রের প্রত্যাবর্তন দিল্লির জন্য সুসংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ৬ হাজার ৩ শো ১৪ দিন পর বাংলাদেশে!" ফিরলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান । প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঢাকায় পৌঁছবেন বৃহস্পতিবার সকালেই। সঙ্গে রয়েছেন তারেকের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা।উল্লেখ্য, এই হাদিকে নিয়েই গত বৃহস্পতিবার থেকে উত্তাল বাংলাদেশ। পাশাপাশি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কট্টরপন্থীরা ভারতবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ফলস্পরূপ হামলা হয়েছে চট্টগ্রামের ভারতীয় দূতাবাসে। মৌলবাদীদের রক্তচক্ষু থেকে নিস্তার পায়নি বাংলাদেশের দুই প্রগতিশীল সংবাদমাধ্যম। এমনকী ছায়ানটের মতো সাংস্কৃতিক সংগঠনে হামলা চালিয়েছে তৌহিদি জনতা। সংখ্যালঘু যুবক দীপু দাসকে পিটিয়ে এবং পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। যার পর থেকে দুই দেশের কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। উভয় দেশের রাষ্ট্রদূতকে বারবার তলব করছে দুই দেশের সরকার। বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন, নির্বাচন ভণ্ডুল করে আরও বেশি দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছেন ইউনুস। এমন পরিস্থিতিতে তারেকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন দিল্লির জন্য 'মন্দের ভালো'।শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সিলেট বিমানবন্দরে নেমেছে তারেকের বিমান। সেটিই ঢাকায় উড়ে আসবে। ঢাকায় খালেদাপুত্রকে স্বাগত জানাতে ৫০ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছে! কোটি টাকার প্রশ্ন হল, নৈরাজ্যের বাংলাদেশে তারেকের প্রত্যাবর্তন কি দিল্লির জন্য সুখবর?

বিমানে তারেক রহমান।

২০২৪-এ জুলাই-আগস্টের গণবিক্ষোভের পর দেশ ছাড়তে বাধ্য হন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও নৈরাজ্যের পরিস্থিতি চলছে পদ্মাপাড়ে। একই সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী ভারতবিদ্বেষ। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, জামাতের নেতা ইউনুসের ইন্ধনেই দিল্লি বিরোধিতা চরমে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত তৎসহ সংখ্যালঘু নির্যাতন। তারেকের প্রত্যাবর্তনে সেই পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। যেহেতু হাজার হলেও বিএনপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল।

জানা গিয়েছে, লন্ডন থেকে বাংলাদেশ বিমানের বিজি-২০২ ফ্লাইটটি ঢাকায় পৌঁছাবে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে। এই ফ্লাইটে আসছেন তারেক রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যরা। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে তাঁদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির।

এরপর বুলেট প্রুফ মার্সিডিজে চেপে তারেক যাবেন জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ের (তিনশ ফিট সড়ক) কাছে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানস্থলে। সেখানে মঞ্চে উঠে নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে মা, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তারেক। হাসপাতাল থেকে গুলশান অ্যাভেনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় যাওয়ার কথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সনের। এছাড়াও দুষ্কৃতীর গুলিতে নিহত ছাত্র নেতা উসমান হাদির সমাধিস্থলেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে যাবেন তারেক।

প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন ভারতরত্ন মহামতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জি-র উদ্দেশে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভারতরত্ন মহামতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। শ্রী মোদী বলেছেন যে তিনি মাতৃভূমির সেবায় সারাজীবন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। শ্রী মোদী বলেছেন, "তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় চেতনা জাগরূক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশের শিক্ষা জগতে তাঁর অতুলনীয় অবদান কখনোই ভোলা যাবে না"।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন:

"মাতৃভূমির সেবায় আজীবন সমর্পিত ভারতরত্ন মহামতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জি'র জয়ন্তীতে সাদর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশের শিক্ষা জগতে তাঁর অতুলনীয় অংশগ্রহণ কখনও ভুলতে পারা যাবে না।"

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হাদির খুনের মাস্টারমাইন্ড ইউনূসের বিশেষ সহকারী খোদা বকশের ইস্তফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চাপের মুখে ইস্তফা দিলেন ওসমান হাদির খুনের মাস্টারমাইন্ড তথা তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে এ কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশিদ। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ওই ইস্তফা গ্রহণ করেছেন।নির্বাচন ভেস্তে দিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভোট নির্ঘন্ট ঘোষণার পরের দিনই হামলা চালানো হয় হাদির উপরে। ছাত্রলীগের প্রাক্তন কর্মী ফয়সাল করিম মাসুদের জামিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া থেকে শুরু করে তাকে নির্বিঘ্নে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন খোদা বকশ। কর্মজীবনে বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন জামায়াতে ঘনিষ্ঠ এই প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক। খালেদা জিয়ার জমানায় সিআইডির প্রধান থাকাকালীন ২০০৪ সালে শেখ হাসিনার সভায় জঙ্গিদের দিয়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। যে কারণে হাসিনা জমানায় জেল খাটতে হয়েছিল। পরে অবশ্য জামায়াতপন্থী এক বিচারপতির বদান্যতায় মুক্তি পেয়েছিলেন।উল্লেখ্য, গত বছরের ১ নভেম্বর দেশের প্রাক্তন পুলিশ প্রধান খোদা বকশকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সংক্রান্ত বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন মোল্লা ইউনূস।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, খোদা বকশ চৌধুরীর পদত্যাগ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক তথা ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যা করে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভেস্তে দিতে চেয়েছিলেন তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ উপদেষ্টা খোদা বকশ চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর প্রিয়পাত্র তথা পুলিশের প্রাক্তন আইজির বিরুদ্ধে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন পুলিশের অপরাধ অনুসন্ধান শাখার (পিআইবি) গোয়েন্দারা। অভিযোগ উঠেছে, বিশেষ উপদেষ্টার এমন যোগ নিয়ে অবহিত ছিলেন ইউনূসও। তাই নিজের ঘনিষ্ঠের 'অপরাধ' ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি হাদিকে শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন।

গত বছরের ৫ অগস্টে সেনা অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই ধূমকেতুর গতিতে উত্থান ঘটে হিযবুত তাহরীর জঙ্গি শরিফ ওসমান বিন হাদির। ভারত ও আওয়ামী লীগের কট্টর বিরোধিতা করার পাশাপাশি সেভেন সিস্টার্সকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রকে সফল রূপ দিতে ইনকিলাব মঞ্চ নামে একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন। ওই সংগঠনের মূল কাজ ছিল অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ তরুণদের মগজধোলাই করে মনে অন্ধ ভারত বিরোধিতা গেঁথে দেওয়া। গত কয়েক মাস ধরেই সেনা গোয়েন্দা সংস্থা-সহ পুলিশের বিভিন্ন গোয়েন্দা শাখার তরফে প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের দফতরে জমা দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়, 'হাদিকে খুন করে দেশে অরাজকতা তৈরি করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভেস্তে দিতে চাইছে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামী আন্দোলন। ফলে হাদিকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক।' সূত্রের খবর, ওই রিপোর্ট পেয়েও হাদিকে নিরাপত্তা না দেওয়ার নির্দেশ দেন ইউনূসের বিশেষ উপদেষ্টা খোদা বকশ চৌধুরী। হাদিকে হত্যার বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসীদের সবুজ সঙ্কেত দেন। প্যারিস প্রবাসী স্বঘোষিত সমাজপ্রভাবী ও ভারত বিরোধী পিনাকি ভট্টাচার্য ও ইলিয়াস হোসেনের সঙ্গেও এ বিষয়ে গোপনে কথা বলেন।

(৩ পাতার পর)

ভারত আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কিম্বারলি প্রসেস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মোদী সরকারের অঙ্গীকারের ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সারা বিশ্ব বর্তমানে ভারতের প্রতি আস্থাশীল।

কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিম ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে সংঘাতময় অঞ্চলের হীরা যাতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্যত্র বিক্রি না করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ব্যবস্থাপনায় একক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও আরও ৫৯টি সদস্য রয়েছে। কিম্বারলি প্রসেস-এ অংশগ্রহণকারী দেশগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে হীরা ব্যবসার ৯৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। হীরা উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে প্রথম সারির দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বজুড়ে পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক আবহে ভারত এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছে। দায়িত্ব পালনের সময় ভারত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন বিধিনিয়ম যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এছাড়াও, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শংসাপত্র প্রদান, তথ্য-নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বজায় রাখা এবং বিক্রয় করা হীরাটির অর্থ যাতে কোনো সংঘাতময় কাজে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করার মত বিষয়গুলিতে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করা হবে।

২০২৬ সালে এই ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানের সময় ভারত প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে এবং সকলের মধ্যে আস্থা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। কিম্বারলি প্রসেস-কে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সিনেমার খবর

আমার ছবি তোলার জন্যই কি আপনারা মেসিকে দেখতে পাননি, প্রশ্ন শুভশ্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে নিয়ে কলকাতায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। এদিন ‘খুদে জাদুকর’কে একনজর দেখতে না পারার আক্ষেপে পুড়ছেন অনুরাগীরা। এর মাঝে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসির সঙ্গে অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলির ছবি পোস্ট যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়! মন্তব্যের ঘরে ক্ষোভ উগরে দেন নেটিজেনদের একাংশ।

এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সমস্ত বিতর্কের জবাব দিলেন শুভশ্রী। পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, G.O.A.T ইভেন্টে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিনোদন জগতের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এবং কৌশিক গাঙ্গুলি সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম।

তার কথায়, আমন্ত্রণ পেয়েই আমরা মেসির হোটেলে যাই। নির্ধারিত সময়ে আমরা মেসির সঙ্গে দেখা করি এবং ছবিও তুলি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওদের পিআর টিমের পক্ষ থেকে আমাকে যুবভারতীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বলা হয়, আমি গেলে ওদের সুবিধা হবে। মাঠে আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল, আমরা সেখানেই অপেক্ষা করছিলাম।

তিনি আরও বলেন, যে সময়ে ছবিগুলো পোস্ট করা হয়েছে, নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য সেই মুহূর্তে তা পোস্ট হয়নি। কারণ, ক্রীড়াঙ্গনে জ্যামার লাগানো ছিল। মেসি ক্রীড়াঙ্গনে ঢোকেন সাড়ে ১১টা নাগাদ। তাকে নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল, সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সমালোচনার বিষয়ে নায়িকা বলেন, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আমার ছবিগুলো কিছুটা দেরিতে পোস্ট হয়। আর সেটাই দুরন্ত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই আমাকে নিয়ে ট্রোলিং শুরু হয়। আমাকে প্রোপাগান্ডা এবং অবজেক্ট বানিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। কেউ কি বলতে পারবেন যে, আমার ছবি তোলার জন্যই আপনারা মেসিকে দেখতে পাননি? আমি কি মাঠের কোথাও ছিলাম?

এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছেন শুভশ্রীর স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। তার অভিযোগ, এসব মন্তব্যের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার নির্ধারিত সময়েই যুবভারতী স্টেডিয়ামে পৌঁছান মেসি। কিন্তু আয়োজকসহ অন্যান্যদের ভিড়ে এবং ছবি তোলার মাঝে ঢাকা পড়ে যান মেসি। হাসিমুখে গ্যালারির উদ্দেশে হাত নাড়লেও সেটা দেখতে পাননি দর্শক। কারণ কিংবদন্তি ফুটবলারকে ঘিরে রেখেছিলেন অন্তত ৫০ জন। যার জেরে কেউ মাঠে বোতল ছুড়ে, কেউ বা চেয়ার-ব্যারিকেড ভেঙে, পোস্টার পুড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা শুরু করেন।

যে কারণে জিৎ-স্বস্তিকার ৬ বছরের প্রেম ভাঙে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বস্তিকা মুখার্জির ব্যক্তিজীবন শুরু থেকেই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। কৈশোর পেরিয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে পরিবারের সিদ্ধান্তে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তিনি।

অল্প বয়সেই কন্যাসন্তান অন্বেষার জন্ম হয়। তবে দাম্পত্য জীবনে কলহের জেরে স্বামী প্রমিত সেনের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন স্বস্তিকা। এরপরই অভিনয়জগতে নিজের জায়গা তৈরি করতে শুরু করেন তিনি।

টলিউডে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই জিৎ ও স্বস্তিকার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। শোনা যায়, পরিচালক রবি কিনাগির

‘মাস্তান’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই তাদের সম্পর্কের শুরু। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক প্রেমে পরিণত হয়। পার্টি, প্রিমিয়ার কিংবা নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গেই দেখা যেত এই জুটিকে। অনেকের কাছেই স্বস্তিকার প্রথম প্রেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন জিৎ।

প্রায় ছয় বছর একসঙ্গে থাকার পর হঠাৎ করেই ভেঙে যায় এই সম্পর্ক। কিন্তু বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে জিৎ বা স্বস্তিকা—কেউই কখনো প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। ফলে নানা মত ও অনুমান ছড়াতে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে।

কেউ বলেন, স্বস্তিকার বিবাহিত পরিচয় ও এক সন্তানের মা হওয়াই সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল। আবার কেউ মনে করেন, তাদের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের নাম উঠে আসে। আরেকটি মত অনুযায়ী, জিতের জীবনসঙ্গী হতে গেলে অভিনয় ছাড়তে হতো স্বস্তিকাকে—এই শর্তে রাজি না হওয়াতেই নাকি সম্পর্ক ভেঙে যায়।

জীবনে শান্তি পেতে আমি সব করতে পারি: কোয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনয়জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও বেশ সফল টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। ঘরে এবং বাইরে দুটোই সমানতালে চালাচ্ছেন অভিনেত্রী। কীভাবে একসঙ্গে এসব সামলাচ্ছেন, সম্প্রতি তা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কোয়েল বলেন, আমার মনে হয় এই দক্ষতাটা সব মেয়ের জীবনেই সহজাত। আসলে আমাদের কোনো চয়েস থাকে না। দায়িত্ব তো নিতেই হবে। আর এই ভূমিকায় আমি দারুণ খুশি। আমার ছেলে-মেয়ের স্কুল, সকালে ওদের নাশতা—এসব আমি এনজয় করি। কেউ সবজির দাম জানতে চাইলে আমি কিন্তু বলতে পারব। সঙ্গে আমার কাজও করি। চাইলে সবটাই করা যায় বলে আমার মনে হয়।

অভিনেত্রী কোয়েলের জীবন কীভাবে এত গোছানো, এমন প্রশ্নের জবাবে নায়িকা বলেন, আমি যদি কোনোকিছু নিয়ে স্বার্থপর হই, তাহলে সেটাই আমার কাছে শান্তি। কারণ, জীবনে শান্তি পেতে আমি সব করতে পারি। মানুষ হিসেবে আমি কখনই আবেগপ্রবণ নই। তার মানে এই নয়, আমার জীবনে কোনো সমস্যা নেই। জীবনটা তো পাপড়ি বিছানো রাস্তা নয়, তাতে অনেক কাঁটাও থাকে, আমারও ছিল। ওগুলো আমার জীবনের শিক্ষা হয়ে রয়ে গেছে। ব্যক্তিজীবনে কোনো সমস্যা হলে কিছুটা সময় নিই, তারপর সরাসরি কথা বলে নিই।

উল্লেখ্য, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে কোয়েল অভিনীত ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’। অরিন্দম শীলের পরিচালনায় এতে আরও অভিনয় করেছেন শুভ্রজিৎ দত্ত, লেখা চট্টোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, শতাফ ফিগার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রোশনি ভট্টাচার্য, গৌরব চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, দুলাল লাহিড়ীর মতো একাধিক জনপ্রিয় মুখ।

আইপিএল নিলামে বড় চমক জম্মু-কাশ্মীরের নবি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল-২০২৬ নিলামে বড় চমক দেখালেন জম্মু ও কাশ্মীরের পেস বোলিং অলরাউন্ডার আকিব নবি। আগেরবার নিলামে দল না পাওয়া ডানহাতি এই পেসারকে এবার আট কোটি ৪০ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এক লাফে এত বড় অঙ্কে বিক্রি হওয়াটা আকিবের ক্যারিয়ারে নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

দুবাইয়ে আজ মিনি নিলামে আকিব নবি ছিলেন বেশ চাহিদাসম্পন্ন ক্রিকেটার। চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি তার জন্য দর হাকায়। শেষ পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালসই সর্বোচ্চ দর দিয়ে নিশ্চিত করে তাকে।

সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজের নাম আলাদা করে তুলেছেন আকিব নবি। সুইং বোলিংয়ের পাশাপাশি ডেথ ওভারে বল করার দক্ষতা তাঁকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে

কার্যকর বোলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চলতি মৌসুমের সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে তিনি সাত ম্যাচে ১৫ উইকেট নেন, যেখানে তাঁর ইকোনমি রেট ছিল আটের নিচে।

১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় জন্মগ্রহণ করেন আকিব নবি। তিনি ডানহাতি ব্যাটার ও মিডিয়াম পেসার। ২০১৮-১৯ মৌসুমের বিজয় হাজারে ট্রফিতে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে অভিষেক হয় তার। পরের মৌসুমে সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে টি-টোয়েন্টি এবং রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আকিব নবি এখন পর্যন্ত নিয়েছেন ১২৫ উইকেট। তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিং ফিগার ৭ উইকেট ২৪ রান। ২০২৪-২৫ রঞ্জি মৌসুমে তিনি একাই শিকার করেন ৪৪ উইকেট। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে ২০২৫-২৬ মৌসুমে দীলিপ ট্রফিতে নর্থ জোন দলে সুযোগ পান।

এর আগে ২০২৫ সালের মেগা নিলামে অবিক্রীত থেকে হতাশা প্রকাশ করে এক সাক্ষাৎকারে আকিব নবি বলেছিলেন, ধারাবাহিক ভালো খেলেও নিলামে নাম পর্যন্ত না ওঠা ছিল ভীষণ হতাশাজনক। তবে সময়ের সঙ্গে সেই হতাশা পেছনে ফেলে অবশেষে আইপিএলের মঞ্চে জায়গা করে নিলেন জম্মু-কাশ্মীরের এই পেসার।

দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়ে আইপিএলে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করার বড় সুযোগ পাচ্ছেন আকিব নবি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার জাতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তাঁর পারফরম্যান্সের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

১৮ কোটি টাকাতে কলকাতায় পাথিরানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষিক্ত পেসারদের প্রথম সেটে চড়া দামে দল পেয়েছেন মাথিশা পাথিরানা। তাকে দলে পেতে নিলামের টেবিলে লড়াই করেছে লক্ষ্ণৌ, দিল্লি ও কলকাতা। শেষ পর্যন্ত ১৮ কোটিতে এই লঙ্কান পেসারকে দলে টেনেছে শাহরুখের দল কলকাতা।

এর আগে, নিলামের শুরুতেই জ্যাক ফ্রেঞ্জার ম্যাকগার্কের নাম ওঠে। তবে তাকে নিতে কেউ আগ্রহ দেখায়নি।

নিলামে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দল পেয়েছেন প্রোটিয়া ব্যাটার ডেভিড মিলার। দুই কোটিতে তাকে দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

নিলামের আগে থেকেই আলোচনায় ছিলেন ক্যামেরুন গ্রিন। নিলামের টেবিলেও তাকে নিকে রীতিমতো যুদ্ধ করেছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রথমে তার প্রতি আগ্রহ দেখায় কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালস। এক পর্যায়ে সেখানে যোগ দেয় চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত ২৫ কোটি ২০ লাখ টাকাতে এই অজি অলরাউন্ডারকে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা।

টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা সাবালেঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেনিসের বিশ্বনম্বর ওয়ান তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা টানা দ্বিতীয়বারের মতো ওয়েন্স টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা পুরস্কার জিতেছেন। আজ এক জমকালো অনুষ্ঠানে সাবালেঙ্কার হাতে ডব্লিউটিএ-এর বিশেষ এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

২০২৫ মৌসুম বেলারুশি তারকা ২৭ বছর বয়সী সাবালেঙ্কার জন্য স্বপ্নের মতো কাটেছে। এই বছর তিনি মোট চারটি শিরোপা জয় করেছেন, এর মধ্যে মাদ্রিদ ওপেন এবং ইউএস ওপেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সাবালেঙ্কা এই বছরে মোট নয়টি টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তিনি ম্যাডিসন কিজের কাছে পরাজিত হন এবং ফ্রেঞ্চ ওপেন'র শিরোপাও হাতছাড়া হয়। আগামী

২৮ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া উইম্বলডনে নতুনভাবে লড়াই শুরু করবেন তিনি।

নারী টেনিসে সর্বোচ্চ ১২ হাজার র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট অর্জন করেছেন সাবালেঙ্কা। এর আগে এই কীর্তি কেবল সেরেনা উইলিয়ামস করেছিলেন। তিনি ২০১৫ সালে ১২ হাজার ডব্লিউটিএ পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন। এ বছর সাবালেঙ্কা প্রায় ১১ মিলিয়ন ইউরো পুরস্কার অর্জন করেছেন। ওয়েন্স টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটই সাবালেঙ্কার পক্ষে গেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR